



176413 - এক হায়েগ্ৰস্‌ত নারী উমরার ইহরাম বঁধেছেন, সাঈ করছেন, পরবর্তীতে পবত্রি হওয়ার পর তাওয়াফ করছেন

প্রশ্ন

আমি যখন উমরা করতে এসেছি তখন আমি হায়েগ্ৰস্‌ত ছলাম। এমতাবস্থায় আমি সাঈ আদায় করছি এবং চুল কটে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেছি ও নকিব পরছি। এরপর পবত্রি হওয়ার অপেক্ষা করছি। পবত্রি হওয়ার পর তাওয়াফ করছি। এটা আমি করছি হজ্জের উপর ভিত্তি করে যে হায়েগ্ৰস্‌ত নারী তাওয়াফ ছাড়া সবকিছু করতে পারবে। উল্লেখ্য, আমি অববাহতি। আপনাদের অভিমত কী; বারাকাল্লাহু ফকিম।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনার হায়ে সত্ববে মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে আপনি সঠিক কাজটি করছেন। হায়ে ও নফিস অবস্থায় ইহরাম সঠিক হওয়ার দলিল হল আসমা বনিতা উমাইস (রাঃ) এর হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুল হুলাইফাতে (মদনীর মীকাতে) পৌঁছনে তখন তিনি সন্তান প্রসব করছেন এবং তিনি হজ্জ করতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চয়ে পাঠান: আমি কভাবে কী করব? তিনি বললেন: "আপনি গোসল করুন, একটি কাপড়ের পটটি বাঁধুন এবং ইহরাম করুন"। [সহি মুসলিম (১২১৮)]

অনুরূপভাবে হায়ে অবস্থায় তাওয়াফ না করে আপনি ঠিক করছেন। আয়শা (রাঃ) হজ্জের উমরাকালীন সময়ে (তিনি তামাত্তু হজ্জকারিনী ছিলেন) যখন হায়েগ্ৰস্‌ত হয়েছেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছেন: "একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর। তবে, পবত্রি হওয়া অবধি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না।" [সহি বুখারী (১৬৫০) ও সহি মুসলিম (১২১১)]

তবে, আপনি তাওয়াফের আগে সাঈ ও চুল কটে ভুল করছেন। কেননা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তাওয়াফের আগে সাঈ করা হজ্জের জন্য খাস; উমরার জন্য নয়। এ কারণে আয়শা (রাঃ) যখন হায়েগ্ৰস্‌ত ছিলেন তখন তিনি উমরার সাঈ করেননি। আর ইহরাম থেকে হালাল হওয়া ও চুল কাটা তাওয়াফ ও সাঈ উভয়টি শেষ করার পর হবে। এর আগে হালাল হওয়া নষিদ্দিহ; যা করলে ফদিয়া দিতে হয়।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) বলেন: গ্রন্থকার (রহঃ) তাওয়াফের পর সাঈ উল্লেখ করছেন। সাঈর আগে তাওয়াফ থাকা কি শর্ত? জবাব হচ্ছে- হ্যাঁ; শর্ত। যদি কেউ তাওয়াফের আগে সাঈ করে তার উপর তাওয়াফের পরে পুনরায়



সাক্ষি করা ওয়াজবি। কনেনা সাক্ষি সটোর নরিধারতি সময়ে আদায় হয়নি।

যদি কটে বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে; এক লোক বলনে: আমি তাওয়াফ করার আগে সাক্ষি করছি। তিনি বলছেন: 'আপনি করে যান; এতে কোন অসুবিধা নাই।' এর জবাব হচ্ছে- এটি হজ্জের ক্ষতেরে; উমরার ক্ষতেরে নয়।

যদি বলা হয়: হজ্জের ক্ষতেরে যা সাব্যস্ত উমরার ক্ষতেরেও তা সাব্যস্ত; যদি না বিশেষ কোন দলিল থাকে। কনেনা তাওয়াফ-সাক্ষি হজ্জ ও উমরা উভয় ক্ষতেরে রুকন? জবাব হচ্ছে- এটি ভিন্নতা থাকা সত্ত্ববেও কয়িস করা। কনেনা উমরার আমলের বনিয়াস নষ্ট করলে গোটো আমলটাই নষ্ট হয়ে যায়। কনেনা উমরার মধ্যে তাওয়াফ, সাক্ষি এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা ছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু হজ্জের কার্যাবলীর বনিয়াস নষ্ট হলে এতে হজ্জের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। কনেনা হজ্জের পাঁচটি কর্ম এক দিনে করা হয়। তাই এ ব্যাপারে হজ্জের উপর উমরাকে কয়িস করা ঠিকি হবে না।

মক্কার আলমে আতা বনি আবু রাবাহ (রহঃ) থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি উমরার তাওয়াফের আগে সাক্ষি করাকে জায়যে বলছেন এবং অন্য কিছু আলমেও এমনটি বলছেন।

কোন কোন আলমে মতে, যদি কটে ভুলে কথিবা না-জানার কারণে করে তাহলে জায়যে হবে; জানা থাকা ও স্মরণে থাকার পরে কটে করলে জায়যে হবে না। [আশ-শারহুল মুমতী (৭/২৭৩)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছে: হজ্জের ন্যায় উমরাতও তাওয়াফের আগে সাক্ষি করা সঠিকি।

তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, বদীয় হজ্জের সময় কোরবানীর দিনে কার্যাবলী: কংকর নকিষপে করা, কোরবানী করা, মাথা মুণ্ডন করা কথিবা চুল কাটা, তাওয়াফ করা, সাক্ষি করা ইত্যাদি আগে বা পরে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসতি হলে তিনি বলছেন: "কোন অসুবিধা নাই"।

এই জবাবটি ছিল সাধারণ জবাব; এর মধ্যে হজ্জ-উমরা উভয়টির মধ্যে তাওয়াফের আগে সাক্ষি করা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একদল আলমে এই অভিমত ব্যক্ত করছেন। এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় আবু দাউদ কর্তৃক সহহি সনদে সংকলতি উসামা বনি শারীক (রাঃ) এর হাদসি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাওয়াফের আগে যে ব্যক্তি সাক্ষি করে ফলেছেন তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসতি করা হলে তিনি বলনে: "অসুবিধা নাই"। এ জবাবটি হজ্জ ও উমরা উভয়টিকে শামলি করে। অন্য কোন সহহি ও পরস্কার দলিলে এর কোন বাধা পাওয়া যায় না। কিন্তু সতর্কতাস্বরূপ, মতভেদের উর্ধ্বে থাকার জন্য এবং হজ্জ-উমরা পালনে হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের অনুকরণ করার জন্য তাওয়াফের পর পুনরায় সাক্ষি আদায় করাও শরয়িতসম্মত হবে।

আর তাকী উদ্দনি (রহঃ) থেকে যা বর্ণতি আছে: "সাক্ষি তাওয়াফের পরে হওয়া মতকৈ পূর্ণ বয়স" এর ব্যাখ্যা এভাবে করতে



হবে যে, এটি উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে মতকৈষপূর্ণ বিষয়। কিন্তু পরে না হলেও চলে কনি সবে ব্যাপারে মতভেদে রয়েছে; ইতিপূর্বে আমরা যে মতভেদে দিকে ইঙ্গিত করছি। আলমেগণের মধ্যে 'মুগনী' কতিবরে গ্রন্থাকার পরস্কারভাবে সটো উল্লেখ করছেন। যহেতু তিনি আতা (রহঃ) থেকে সাধারণভাবে (আগপছি করা) জায়যে মরমে উদ্ধৃত করছেন এবং যে ব্যক্তরি মনে নাই তার ক্ষেত্রে (জায়যে মরমে) ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণতি এক বর্ণনা উল্লেখ করছেন। [ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১৭/৩৩৯)]

তাক্কে আরও জিজ্ঞেসে করা হযছেলি: তাওয়াফের আগে সাঈ করা জায়যে হবে কনি; সটো হজ্জেরে ক্ষেত্রে হোক কথিবা উমরার ক্ষেত্রে? জবাবে তিনি বলনে: সুননত হচ্ছ- তাওয়াফ আগে করা। তারপর সাঈ করা। যদি অজ্ঞেতাবশতঃ তাওয়াফের আগে সাঈ করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হযছে যে: "এক লোক তাক্কে প্রশ্ন করে বলে: আমি তাওয়াফ করার আগে সাঈ করে ফলেছি। তিনি বলনে: কোন অসুবিধা নাই"। এতে প্রমাণতি হয় যে, যদি কটে আগে সাঈ করে তাহলে সটো জায়যে হবে। তবে সুননতসম্মত পদ্ধতি হচ্ছ- তাওয়াফ করে তারপর সাঈ করবে। এটি হজ্জ ও উমরা উভয় ক্ষেত্রেই সুননাহ। [ফাতাওয়া বনি বায (১৭/৩৩৭)]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: যে ব্যক্তি অজ্ঞেতাবশতঃ তাওয়াফের আগে সাঈ করে ফলেছে তার বিষয়টি ক্ষমার্হ।

তবে আপনি য়ে, তাওয়াফ করার আগে চুল কটে ফলেছেন: সটো নিষিদ্ধ কর্ম; যা পূর্বেও উল্লেখ করা হযছে। তবে, আপনার উপর কোন ফদিয়া আবশ্যক নয়। যহেতু আপনি বিধানটি জানতনে না। এখন আপনার উপর চুল কাটা আবশ্যক।

আর যদি আপনি মিক্কায ফরিগে গিয়ে তাওয়াফ করে, এরপর সাঈ করে, এরপর চুল কটে হালাল হতে পারনে তাহলে সটো অধিক উত্তম ও অধিক সতর্কতাপূর্ণ। যাতে করে আপনি আপনার ইহরাম থেকে ইয়াকীনরে সাথে হালাল হতে পারনে। এবং পরপূর্ণ পন্থায় উমরাটি পালন সমাপ্ত করতে পারনে।

যদি সটো সম্ভবপর না হয় তাহলে এখনই আপনি আপনার চুল কাটুন। ইনশা আল্লাহ্ আপনার উমরা সহহি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।